DOMRU

Gargi Bhattacharya

******

COPYRIGHTED

MATERIAL

উমরু

গার্গী ভট্টাচার্য

ভাইদের,

নেপালি, বীর ও টুবলাই কে

ক্যানবেরার মধুর যতসব পাহাড়িয়া থেকে---

মুনিয়া দিদি

গৈরিক পাখি

পোষাক , গয়না সব ত্যাগ করেছো

থাকছো বনে বাদাড়ে ।

মোবাইল পড়ে ওয়েস্ট পেপার বাস্কেটে ,

গাড়ি বেচে দিলে ;

তবেই কি সন্ন্যাসী হলে ?

রূপসী মেয়ে হৃদয়ে তোলে লহরী,

নতুন গ্যাজেট কী বার হল কে জানে !

তাই নিয়ে বন উত্তাল !

পশুরা , কমিউনিকেশান যুগের সমস্ত সুবিধে পায়-

বার্তা আসে যায় , ঘন অরণ্যে --শুধু তোমাকে খুশি করতে !

তুমি কি সত্যি সত্যি তবে সন্ন্যাসী রাজা হলে ?

পতাকা

একটা পতাকা শুধু কাপড় নয়

বন্ধন মোচন ও একতার চিহ্ন --

একফালি কাপড়ের মোচড়ে মোচড়ে

এলোমেলো সমস্ত আশাগুলি লুকিয়ে আছে ।

আমার , তোমার আর হরিজন মেয়েদের ।

যার যার পতাকা , তার তার মঙ্গলঘট

মঙ্গলঘট সবার হিতে তাই অন্যের পতাকাও তোমার হল।

পোড়াও কেন ? সহজ অঙ্ক ভুলে গেলে ?

এতবছর ধরে পতাকা তুলে যোগবিয়োগও শেখোনি ?

সুনয়নী

মৃত্যুপুরীতে সবাই কাঁদছে

হাসছো তুমি একা , সুনয়নী নার্স ---

কী করে এত হাসছো বল তো ?

চারিদিকে নি:শেষ হয়ে যাবার আহ্বান ,

মোমের শিখা নিভে যাবার চিহ্ন পরতে পরতে

তার মধ্যে বসে তুমি এত হাসছো , এত সাবলীল হয়ে সুলগ্না মেয়ে ; এত শক্তি কোথায় পাও ?

তোমারও নিশ্চয়ই আছে ছানাপোনা ,

আদুরে লোমশ বিড়াল --সে ধরে ইয়া ইয়া ইঁদুরছানা ।

তোমার টাইটানিক বাড়িতেও দেখছি

মৃত্যুর লেলিহান শিখা , টম অ্যান্ড জেরি গেম ,

ও নার্স তুমি সেবিকা নাকি পরী ? এত নক্ষত্র তোমার কাজল চোখে ; আমরা রাশি রাশি অপবাদ ছুঁড়ে দিচ্ছি এদিক থেকে

আর অপারেশন থিয়েটারের ওদিকে তুমি সেগুলি কুড়িয়ে নিয়ে

মৃত্যুপুরীতে একলা মহীয়সী হাসছো ।

রোমান্টিক

পঞ্চাশ বছর বয়সে যদি এমন কারো সাথে

দেখা হয় , যাকে তুমি নতুন করে ভালোবেসেছো

স্বামীর পাশে থেকেও প্রতিটি মূহুর্ত তাকে করছো কামনা ,

তার হয়ত আছে পোষা পাখি, কিছু রঙীন মাছ

আর লুকানো গুহায় চন্দন গন্ধ ।

তোমার হৃদয়ে উথালপাতাল ,

কিন্তু তুমি এখন শেষ শয্যায় ,ক্যান্সার গ্রাস করেছে সমস্ত কোষকলা --আর ছলাকলায় তাকে যায়না বাঁধা ।

এমনই কর্কট কণা ।

আর রোমান্সের কণিকাও সর্বগ্রাসী , সে গ্রাস করে চেতনা --

মন-ধানসিড়িতে চন্দ্রিমা ছড়ায়, বোনাস মধু-সৌরভ

এই লোলচর্ম ভোরে ।

এবার বুঝেছো তো যারা পরজন্মে বিশ্বাসী তারা সবাই কেন এত্তো রোমান্টিক হয় ?

স্পার্ম ব্যাঙ্ক

Gorgeous , Colorful দম্পতি আমার প্রতিবেশী

ফিলিপিন্সের মিসেস চ্যাং ব্যাং ,

পোষা কুকুর কেটে খেতে খেতে আমাকে ব্যাং এর সরবৎ দিলেন ।

পার্টিটা কিসের জন্য জানতে চাওয়ায় বলে ওঠেন ওর সাহেব স্বামী , যার এটি পঞ্চম স্ত্রী ---

-----আমার স্ত্রী বলেন, আমাদের দুজনের একসাথে তো একটি বেবী আছে ,এবার স্পার্ম-ব্যাঙ্ক থেকে ধার নিয়ে আরেকটি শিশুকে বুকে নেবো । শুনেছি ইচ্ছে হলেই ওখানে যেকোনো রথী মহারথীর একটুকরো মেলে।

ওদের ইচ্ছে তালিকায় জর্জ ক্লুনির নাম অথবা ডেভিড বেকহ্যাম ; শ্যেন ওয়ার্নও হতে পারে !

একবছর পর ওদের শিশুর প্রথম জন্মদিনে নিমন্ত্রিত আমার ছেলে ভ্যাবলা , নিতান্তই মানুষ---সঙ্গে আমিও ,

প্রচুর মানুষী উপহার নিয়ে গিয়ে দেখি সোনার পালঙ্কে বসে হ্যাপি বার্থডে গাইছে একপাল আজব চেতনা ; কারো আছে বাঘনখ কেউবা ভোঁদর মুখী --বহুমূল্য স্পার্ম- প্রোডাক্ট সবাই ,

ব্যাঙ্ক সখা-- শিশু চ্যাং ব্যাং এর ।

কবিতা সবখানেই । শুধু অনুসন্ধানের

প্রয়োজন । মনন ও ছন্দবাণীর স্টিকার লাগিয়ে
জীবন থেকে তুলে নিই কবিতা ।

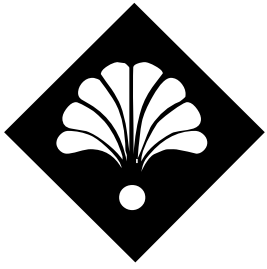

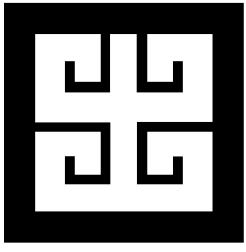

কবিরা কেবল শব্দ নয়-- ভালোবাসেন আবেগ ।

শব্দ সেই আবেগকেই শাণিত করে ।

রোশনি

অন্ধ মানুষটির চোখে আলো না জ্বালালেই পারতে !

এতসব মারদাঙ্গা , অপমান আর বোম ব্লাস্ট

এসব দেখার জন্য চোখ লাগেনা ।

চোখের নরম পরশ যখন শরীরের প্রতিটি ভাঁজে

পাপড়ি গাঁথে , তখন সবাই অবিনশ্বর রোশনিতে

চারুকলা দেখতে চায় কিংবা হংসমিথুনের খেলা

সাঁওতাল মেয়ের মাদাল নাচ ---

মহুয়া গন্ধে মাতাল নাচবো, মহুল রসে করবো চান

তবু লেশা হবেক লাই বটেক ----

নয়নতারায় ক্যামেরা ফিট্ করেছো

সে চায় রং -বেরং এর ছবি আর মিঠে সুবাস

এদিকে কর্ণিয়া ঝল্সে যাচ্ছে বে -আব্রু খবরে

আবার আঁখি-আলো হারানো হয়ত কতকটা ইউথেনেশিয়ার মতন , চাই কিন্তু না পাই ।।

Anti social

সোনাঝুরি গাছ আর পিয়াল বন প্রথম আলোয় দেখি গিধ্‌নিতে ।

লাল মাটি , কাজু গাছের সারি আর হাড় বার করা দুটো গরু ;

এই ছিলো সেই কুটির চত্বরে । কিছু দূরে ডাকাতে কালীবাড়ি ।

সেখানে রোজ রাতে ফ্রিতে খিচুড়ি আর পাপড় ভাজা দেয় । অমাবস্যায় বিবিয়ানা পিঠা। সুগন্ধী গোবিন্দভোগ চালের কেশর পুলাউ ।

ঠগী ডাকাত আজও আছে । তারা লুকিয়ে থাকে হেথায় সেথায়!

আক্রান্ত হয় শোলে এস্টাইলে মূলত ট্রেন আর এক্সপ্রেস বাসগুলি । ডাকাতের নির্মম ডাকাতিতে পেট ভরে কালীবাড়ির পুরোহিতের ।

শালগ্রাম শিলা ও কঙ্কাল মিষ্টান্ন খায়না । খায় অজস্র পথভোলা মানুষ আর পুরোহিত কূল --সেটাই তবে কাম্য ।

সবাই জানে এগুলি ডাকাতের মোহর ,

তবু কেউ ইউনিফর্ম পরা পুতুলদের খবর দেয়না ।

Orphan

এখানে এমন একজন মানুষকে দেখেছি

এই সুদূর পরবাসে ,

তাকে কেউ অনাথ বলবে না আজ ।

বাদামী চামড়া হয়েও একটি সংস্থার চূড়ায়

মাটির মানুষ , ধর্ম যিশু খ্রীষ্ট --যিসাস ক্রাইস্ট ।

নাম -এই ধরো টম মুখার্জী ।

অনাথ কী করে ব্রাহ্মণ হয় ? অনাথের জাত ধর্ম জানেটা কে ?

শুনলাম এই মানুষটি অনাথ ছিলেন বটে তবে পাদ্রী সাহেব ওকে টাইটেল দিয়েছেন ধার । টাইটেল লোনে পেয়েছে --

বন্ড সই করিয়েছিলেন দুগ্ধপোষ্য শিশুকে দিয়ে ;

যখন ধার শোধ করবে তখন সুদ হিসেবে নেবেন সেবা, শিশু প্রতিপালন আর দান , সমস্ত মানুষের জন্য । শুধু যিশুপন্থী নয় । শীলমোহর দেওয়া কাগজ আজও সাক্ষীগোপাল----

টম অর্ফ্যান হয়েও সবার বটবৃক্ষ

কচিকাঁচা ছাড়াও আছে

টিয়া , ফড়িং আর গিরগিটি গুলো ।

লোভ

কুকুরের মতন এত্ত বড় জীভটা বার করে আমি চাটছি

কেবল চাটছি , দেশ থেকে দেশান্তর ।

প্রথমে ছাড়লাম মা বাংলা , তারপর দেশ ।

এবার গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে ।

নক্ষত্রলোকে আমার বুর্জ খলিফা , হাই রাইজ !

এতদূর এসে হঠাৎ পেছন ফিরে দেখি

প্রিয়জনেরা সবাই সন্ন্যাস নিয়েছে ।

ভেবেছিলাম মহাবিশ্বের সম্রাট হবো ,

আজ বাণপ্রস্থ ছাড়া আর গতি নেই ।

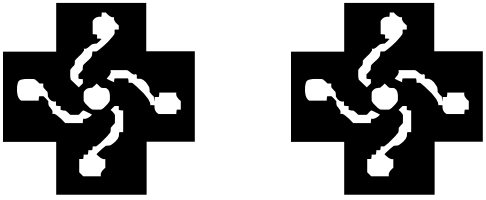

জাতপাত

আমি ব্রাহ্মণ হলেও শিশুকাল থেকে বাড়িতে মোসলমান পাচক

তার চার মেয়ে ।

খুব গরীব ওরা । রহমান চাচারা ।

ওদের একজনের নাম নাকি খালা আম্মা ।

পরে বুঝেছি ওটা সম্পর্কের নামাবলী।

ওদের বাড়িতে মোট ছয়জন মেয়ে তবুও একটামাত্র বেডরুম

তাই অবাক লাগতো । ওদের ঘরে কোনো দরজা নেই ।

পয়সা নেই বেচারাদের । আমার বাবা আবার খুব দাতা কর্ণ

তাই ওদের দরজা হল , মোটা চটের পর্দা গেলো রসাতলে ।

এরপর এলো বামপন্থা । ওদের সবার চাকরি হল । কেউ সেলাই কলে কেউবা হোসিয়ারি ;

খালা আম্মা কাজ করেন না । বাসায় গরুর মাংস রান্না করেন ।

আজ বামপন্থা নেই তাই বুঝি

খালা আম্মাকে জবাই করেছে কিছু গোমাতা পন্থী ।

আচ্ছা তোমরা বলো দেখি , গরু তো শিং দিয়ে গুঁতিয়ে দেয় ,

মাটিতে ফেলে টেলে একেবারে ,

গরুকে যুগ যুগান্ত ধরে মানুষ জবাই করলেও গরু বেচারা নিরীহ জীব ; মুখে কোনো রা কাড়েনা ।

কামধেনু-কেই দেখো, আনলিমিটেড্ মিল্ক সাপ্লাই ।

তবে ওরা খালা আম্মাকে জবাই করলো কেন ?

ঐ যে এলোপাথারি গোমাতা পন্থীরা ?

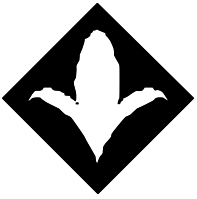

আশ্রয়

লক্ষ লক্ষ রিফিউজি আসছে সীমারেখা পেরিয়ে

গুলির ভয় নেই ওদের ।

অনেক সোনার দেশে, সোনা রূপা মোড়া ক্যাম্পে ওদের ঠাঁই হল

দেশের হর্তাকর্তা কন্‌ফারেন্সে গলা ফাটান

এই তো আমরা এত কিলোগ্রাম মানবদরদী , এত ডেসিমিটার দয়ালু !! এতজন বাস্তুহারাকে কোলে নিয়েছি ----

দূরের পাহাড়ে লেগেছে পেস্তা রং , উজ্জ্বল সবুজ স্পর্শ

এদিকে মেডেল পেলো রাশি রাশি ওরা, যাদের নাম কাগজে দেখো ।

আর আমি শিবিরে একটু ছুরি চালিয়ে , চোরের মতন লুকিয়ে দেখেছি গণধর্ষণ , শিশুহত্যা , অত্যাচার আরো কত কিছু ।

এদেরকে তুমি নাকি দিয়েছো আশ্রয় ,

আকাশে উঠে এসব বলো ?

পর্দানসীন

বোরখা পরা কিছু মেয়ে বেশ্যালয়ে জিসম্ বিক্রি করে ।

কয়েকজন পথপাশে সেক্স করে ফেরি ।

কেউ কেউ গোপন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ আর যা সব আছে ভান্ডারে

সেসব বিবিধ রতন আন্তর্জালের স্ক্রিনে নাচায় ।

ফাতিমা , নাজ্মা আর হাবিবা নাম ওদের ।

যদি বলো : তুমি না রক্ষণশীল মেয়ে ও মেয়ে , বলি ও মেয়ে !

ও কী বলবে জানো ? তুমি নিশ্চয়ই জানো ---

মেয়েরা বলবে : পর্দানসীন তাই খুল্লাম-খুল্লা গীতসঙ্গীতে দুলে দুলেও, রসকলি আঁকা মুখটা ঢেকে রেখেছি নিপুন ওড়নায়--- মিহিন জালে । চিনবে কে , স্পর্ধা কৈ ?

এই লজিকের কোনো নেগেটিভ জানো ?

Radical

আমার অসম্ভব রাগ হয়েছে বলে আমি সমস্ত কিছু

ডেস্ট্রয় করতে উদ্যত হলে

আমাকে গুরু পদ্মসম্ভব বললেন পিছু ডেকে ---

তোমাকে যা যা বলেছি সব ধ্বংস করে তবেই ফিরবে

গহীন বনের মনাস্ট্রিতে ।

আর হ্যাঁ , এসব কিছুই ঐশ্বরিক গলা থেকে বলেন পদ্মসম্ভব

তাই দৈববাণীও বলতে পারো ।

আমি হাতে নিলাম অস্ত্র , বিষাক্ত তীর ধনুক আর ব্যাক আপ হিসেবে নেপালী ছোরা-- কুক্‌রি ।

আমি অনেক পথ পাড়ি দিলাম । এখানে সেখানে ডেস্ট্রয় করলাম --সমস্ত ঈশ্বর আর শান্তির ধর্ম ,

মনাস্ট্রি আর লামার নাম করে করে ।

আমাকে এখন সবাই পুজো করে । মুঠো মুঠো আবীর আর পুষ্পরাগে রঞ্জিত আমার টিস্যুগুলি ।

আমি ডেস্ট্রয় করেছি ঐশ্বরিক হিয়ায় --কাম ক্রোধ লোভ ঈর্ষা আর যুগান্তের মোহ ।

গাছের স্টোরিবোর্ড

চা আর চন্দন গাছের তফাৎ অনেক,

উচ্চতায় , দামে আর ব্যবহারে । এগুলো সবাই জানে ।

আজকাল মানুষের হাতে সময় যেমন কম সেরকম ওরা বড্ড অধৈর্য্য বলে অপেক্ষা আর বিশ্রাম আছে সযত্নে তোলা , জাদুঘরে । আধুনিক মানুষ নতুন কুঁড়ি নাহলে ফুল তোলেনা ।

এক পক্ষী বিশারদ আমাকে সেদিন বললেন : আচ্ছা বলুন তো গাছের স্টোরি বোর্ড এই কথাটার কী অর্থ ---

আমি তো জানি না তাই বলতে পারিনি ।

উনি হেসে বলেন : মানুষ গাছ কাটা বন্ধ করার আর্জি জানায় ।

গাছ কাটবে না বলেই আস্তে আস্তে কাগজ নাকি উঠে যাচ্ছে ;

বদলে আসছে বিজলী বাতিরেখা ও স্পার্ক টেকনোলজি ।

তবুও যেসব গাছকে পণ্য করা যায়না তা মানুষই কেটে ফেলে ফটাফট্--এবার গল্পশেষের ও হেনরি টুইস্টটা বুঝলেন তো ?

Funeral

বিষাদ বিন্দু হয়েও ওরা সবাই হাসছে

ভীষণ হাসছে !

ভুরু নাচিয়ে , পেট ফাটিয়ে --হাসছে

পরনে কালো জামা আর মনে নীল মুখোশ ;

কারো সব্বনাশ তো অন্যের প্রশান্তি ,

এসব ভাবি জটিল মনগহীনে ।

যিনি চলে গেছেন অকালে উনি ফুলকফির বড়া খেতে খুব ভালোবাসতেন । টুইট করেছে ওর অপোগন্ডরা ।

আজ পিন্ডদান উৎসবে **সেসব** রসনার সাথে দেদার ব্ল্যাক লেবেল আর ভোড্কা, আড়ালে আবডালে কোকেন , **LSD** --

এতসব কিছুর সাথে ওরা হাসছে , নিষ্ঠুর হাসছে কারণ

এটাই নাকি হাসার উপযুক্ত সময় ,

বিদেশে কোথাও কোথাও নাকি শেষঘন্টার পরে হাসির হিল্লোল তোলে মানুষজন ; এতে নাকি স্ট্রেস কমে যায় । ওদের প্রথা

আর আচার বিচার আমাদের থেকে আলাদা । কাজেই তুলনা করা চলে না ।

হাসির ঘনঘটা দেখে অতিথি মিস্টার সোমনাথ সোম বলে গেলেন ---আমি বোধহয় ভুল জায়গায় এসেছি , নতুন জিপিএস-টা বড্ড ভোগাচ্ছে ।

লংপো

লংপো একটা জনপদ যেখানে থাকে

কালো আর সাদা মানুষ ,

মুখে সমতার বাণী, অন্দরমহলে বিষণ্নতা ।

মারণ ব্যাধি হলে সাদার এক ব্যবস্থা আর কালোর অন্য ,

পুলিশের কোপে পড়ে মরেছে অনেক মানুষ যারা কাজলকালো ।

ভোটের সময়ও ব্যবস্থা অন্য । সাদামানুষের ভোট একটি করে হলেও কালোদের ভোট অর্ধেক গোনা হয় । কালোদের ভ্রূণ হত্যা নিষিদ্ধ । এই এক্সট্রা কালোদের দাসত্বের মালা পরানো হয় । অনেক সাদা ইন্টেলেকচুয়াল, আদ্যপান্ত কুচকুচে কালো রঙে ঢেকে দেখেছে গোয়েন্দার চোখে যে এই লংপো দেশে একমাত্র সাদা ছাড়া হলুদ , বাদামী ও কালো মানুষদের মুখে অ্যাসিড ঢালা হয় ।

লংপোর রাজধানীতে সেদিন প্রজাতন্ত্র দিবস । আতর মাখা রাজপথে ভুখা নাঙ্গা মানুষ একটাও নেই । সবাই সুসজ্জিত । বিরাট প্রিজমের চারপাশে বসে সবাই মহা মহা বীর ।

বর্ণালি ওদের জাতীয় পতাকার রং । তাই হয়ত প্রিজম । একটি শিশু পতাকা এঁকে এনেছে ।

রাজাধিরাজকে দেবে বলে । সবাইকে দেখানোর জন্য পাবলিক স্ক্রিনে ফুটিয়ে তোলাতে দেখা গেলো,

শিশুর অঙ্কিত সরল বর্ণালি চিত্র

শুধু **সাদাতে আর কালোতে** !

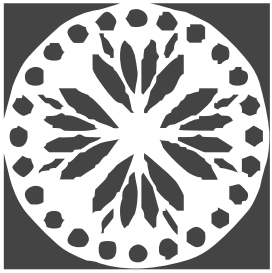

বাদাম বাড়ি

বাদামবাড়িতে থাকে একটি ভারতীয় পরিবার ।

নিজেদের অবশ্য ইন্ডিয়ান বলতে লজ্জা পায় ।

ওদের ব্যবসা ব্লু-বেরি । ব্লু-বেরি ফার্মের মাঝে অট্টালিকার নামও ব্লু বেরি । আমি বলি বাদাম বাড়ি ।

ওরা বিদেশে বসে ভুলেছে দেশকাল ।

সবাই কট্টর সাহেব এখন । গায়ের চামড়া ধবধবে সাদা ,

অযাচিত মেলানিন কণিকা বিদায় নিয়েছে স্কিন-লাইট করা সার্জারির কল্যাণে ।

ওরা সবাই সাহেব । মুখে খাঁটি ইংলিশ বুলি । উচ্চারণ নিঁখুত । ভদ্রসভ্য সব ।

সাহেব দেশে হঠাৎ গজিয়ে ওঠা বাদামবাড়িকে লোকাল লোকে নাকি বলে - কাবাব হাউজ ।

ওদের একটা পুরাতন ফায়ার প্লেস আছে । সেখানে নাকি মানুষের কাবাব তৈরি হয় । বিশেষ করে মেয়েমানুষের ।

অনেকটা আদিম যুগের মতন । বড় বড় নখাঘাতে ছিঁড়ে ফেলে বৌঠাকুরাণীর ট্যাটু করা তুলতুলে শরীর ।

ওদের বর্বরতা ঢাকা পড়ে গেছে শত শত নীলাভ ব্লু-বেরি ক্ষেত আর গাঢ় নীল কতগুলো মশাল বা আলোর ঘূর্ণীর আড়ালে যাকে স্থানীয়রা বলে হ্যারাসমেন্ট ফর ডাউরি।

প্রেম

প্রেম মানে আবেগ ও রোমান্স নয়

প্রেম, শুরু থেকে শেষ অবধি শুধু ত্যাগের নক্সায় বোনা

যাকে আমি ভালোবাসি তাকেই জীবন সৈকতে খুঁজে পাবো আর একত্রে বৈতরণী পার হবো এই মতবাদে যারা বিশ্বাসী তাদের প্রেম নিয়ে আমার মনে সন্দেহ আছে। আমি প্যারানয়েড তোমরা তো জানো, সহজে কিছু মানতে কষ্ট হয়।

প্রিয় মানুষকে হাসিমুখে অন্যের হাতে সমর্পণ করা, অমৃত বর্ষণ করা তার সর্বসুখে এর নামই প্রেম। আমার ডিক্‌শেনারি মতে।

আজকাল ইন্সট্যান্ট কফির মতন বুঝি প্রেমও ইন্সট্যান্ট ;

তাই ঘর বাঁধতে অনেকে ভয় পায়। হাগিং কিসিং লাভ-মেকিং বিহীন প্রেমকে লোকে অবাস্তব ভাবে কারণ তারা ওয়ান নাইট স্ট্যান্ডে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে।

অধিকার বোধ ছোঁয়াচে। তাই একরাতের পরীকে অন্যের বাহুবন্ধনে দেখেও ,যদি ফালাফালা না করো তার দেহলতা তাকে প্রেম না বললেও বলা যায় **হাফ প্রেম**। হাফ গার্লফ্রেন্ড ঢং-এ। এই প্রেমহীন জেট-যুগে নাহয় তাই সই ,

---ishq mohabbat shayari একসাথে এখনই হোক্।

কেমিক্যাল

তোমরা যখন মেক আপ করো তখন কী ভাবো

যারা এইসব মেক আপ কারিগর

কেমিক্যালের প্রভাবে তাদের কী দুরবস্থা ?

যার হবার কথা রসের আয়ন সে যখন শুষে নেয় রস

তখন বৈরাগীর বদলে ভন্ডের জন্ম হয় ।

তোমাদের নেলপালিশ , সেকেন্ডের মধ্যে শুকিয়ে যাওয়া

অথবা আঁখি পল্লবে সোনালি পরশ ;

আড়ালে লুকিয়ে কতনা রসায়নের নিষ্ঠুর প্রলেপ ।

কারো কারো হাতে দগদগে ঘা ,

কেউ বা আজ অন্ধ ,

সবাই রসায়নের সাথে গভীরভাবে যুক্ত ছিলো ।

কেমিক্যাল তাদের মেক আপ নয় --রুটিরুজি ;

তাই রসের আয়নে বাঁধা পড়েছে সহস্র মানুষের চোখের বিয়াস শতদ্রু ।

জংলী জানোয়ারের শিকার দেখেছো ? দেখেছো চিতার লাফিয়ে উড়ন্ত পাখি ধরা ?

রসায়ণ কণা ঠিক এইভাবেই গিলে খায় পরপর নিরীহ মানুষগুলির শরীরের কেমিক্যাল ।

পাঁজর ফাটিয়ে হাসে , হীরার খনিতে পা ডুবিয়ে হাসে -- কেমিস্ট্রি ।। এদিকে ক্ষতবিক্ষত সোপানের নিচু ধাপে বসা মানুষগুলি ; শুধুমাত্র কিছু লোলুপ ড্রেসিং সার্কেলের মন ভোলাতে ।

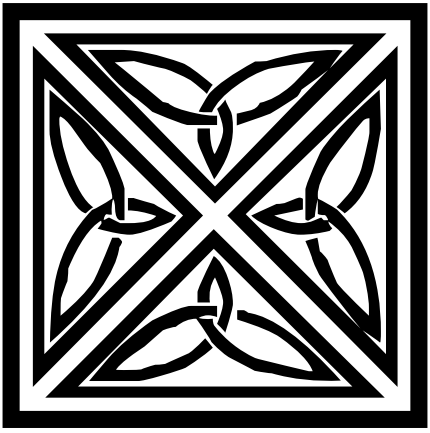

বাঈজী

দেশের প্রথম ফেমিনিস্ট কে ?

এই প্রশ্নের উত্তর যদি হয় গানের মোড়কে আদিরস বিলানো বাঈজী ,

তুমি কি অবাক হবে ?

সেইকালে মেয়েরা সবাই আবডালে , পুরুষ শোষিত , শাসিত ।

এইরকম একসময় -সমস্ত প্রথা , সতীদাহ আর অত্যাচারকে

বুড়ো আঙুল দেখানো বাঈজী যদি ফেমিনিস্ট না হয়

তবে নারীবাদী কে ?

স্বতন্ত্র সমাজ , রূপ যৌবন লালসা কামাগ্নি এসবের মাঝেও

আমরা তো দেবী চৌধুরাণী আর উমরাও জানের কথা জানি --!

কত গুণী ও স্বচ্ছ মানুষ ছিল তারা ;

শুধু উপাধিটা বাদ দিলে কেউ বোঝেনা ।

আজকাল তো ওদের ক্ল্যাসিকাল সিঙ্গার বলে লেখা থাকে

সর্ব বিদ্যা গ্রাসী উইকিপিডিয়ায় ,

তাহলে **ফেমিনিস্ট** শব্দটায় আপত্তি কিসের ?

রহস্য

সব রহস্য সমাধানের প্রয়োজন নেই

কিছু কিছু রহস্য থাক্ না অস্তিত্ব জুড়ে । ওগুলি মানব সমাজকে আরো স্ট্রং করে ।

আলোছায়া , উল্কা , সুপারনোভা আর মনখারাপের কথা

রহস্যে ঢাকা থাক্ ।

কবরে কবরে বাড়ছে রহস্য , রহস্য কবিতার খাতায়

দিনমজুরের মাইনে যেমন চিরটাকালই রহস্য

সেরকম মুভি স্টারকে দেওয়া প্রযোজকের বিল ।

রহস্য রকেট সায়েন্সে , মাইক্রো বায়োলজির শিরায় শিরায় আর রমণীয় যতসব সেসব গানের ঝরাপাতায় ।

আয়নায় নিজের প্রতিফলনেও রহস্য ভালোবাসো , তাই না ?

রোজ সকালে উঠে আয়না দেখো কেন ?

সব সলভ হয়ে গেলে আর্শির কী হবে ?

স্বপ্ন

স্বপ্ন আসে স্বপ্ন যায়

সানগ্লাস পরা স্বপ্নসিন্ধু নেশা ধরায়

আমার স্বপ্নগুলো ঘুমপরীর ফেসবুক পেজ আপডেট নয়,

এগুলো জেগে জেগে দেখা যায় ।

দিবা স্বপ্নর মতন গ্রস টার্ম আমি একে দেবো না ।

আমার স্বপ্নকেই আমি সবচেয়ে ভালোবাসি

শুনলে লোকে পাগল বলে ,

কুজোর চিৎ হয়ে শোবার স্বপ্ন যেমন অধরাই থেকে যায়

কিংবা প্রথম প্রেমের অগ্নিপরীক্ষায় পাশ ...!

আমার স্বপ্নগুলো ভীষণ সুযোগসন্ধানী

ওরা ডানা মেলে উড়ে যায় দিক্‌চক্রবালে

সেগুলি জমাট বেঁধে নীল মানবী হয় অথবা রূপার মৃগনয়নী ;

আমি বেঁচে আছি শুধু স্বপ্ন পূরণের অলীক আশায় ---

একটি সরল লেপ্চা মেয়ের ,অত্যাধুনিক বাইনারি ল্যাবে নিজেকে খুঁজে ফেরার স্বপ্ন ।

খনি

খনিতে যারা কাজ করে তাদের অসুখ অনেক

সুখও বেশ অনেকটাই যদি Fiscal Policy

অনুপাতে মাপা যায় ।

ওদের নি:শ্বাসে জমে বিষ , তনুজ কাঠিন্য ওদের আরো খনিজ করে । ওরা নাকি সবাই ভীষণ আকরিক ।

ওখানে মেয়েদের নাকি লোকে প্রশ্ন করে অ্যানাটমি নিয়ে ।

বেয়াড়া সেসব প্রশ্ন ! শুনলে কানে আঙুল চলে যায় ।

মাইনিং জার মিসেস আর্নাগ্রেটা খালিফা

আগে কমার্শিয়াল পাইলট ছিলেন ।

প্রশ্নের আদিম রূপ দেখে দেখে

মোক্ষ টোক্ষ ইত্যাদিকে গুলি মারা সেক্সি বুড়ি খালিফা

মুঠো মুঠো প্রশ্ন ধরে তাদের মাথা কাটেন নির্মম ভাবে !

অত্যন্ত ধারালো তরোয়াল দিয়ে এক এক করে ,

তারপর মুন্ডুহীন প্রশ্নের মাথায় বসিয়ে দেন

এক একটি মোহর । বায়োটেকনোলজির কারসাজিতে ।

এরপর আর কোনো প্রশ্ন ওঠেনা ,

খনি গর্ভে কেজো মেয়েদের নিয়ে ।

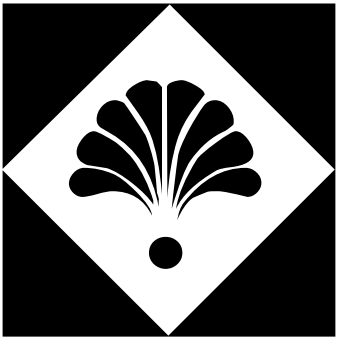

ছোট শহর

ছোটা শহর, ছোটা সোচ্

ঠিক এরকম নাহলেও ওদের অনে্ক ইন্সিকিউরিটি থাকে ,

সারাজীবন অনুসরণ করে ছায়ার মত ।

ওরাও বড় বড় শহরের মানুষের মতন সবাইকে টেক্কা দিতে পারে ,কত অজানারে ! কত সভ্য ভব্য ওরা ,জটিল জেব্রা ক্রসিং ক্রস করতে পারে ।

বড়-ছোটোর বোঝা টেনেই কাটে চিরকাল !

এক ছোটা শহরবাসীকে চিনি যে আজ বিশ্ব দরবারে ।

এর তার লেজ ধরে নয় , নিজ ক্ষমতায় , নিজ গুণে ।

এদের উদাহরণ করলে পবিত্ররা বলে : এরা সংখ্যালঘু ও স্বতন্ত্র । আমি কথা না বাড়িয়ে বলি , ছোটাশহরে আছে শান্তি , ডাকখোঁজ ,নেই দুমদাম উগ্রহানার ভয় ।

শুনে অনেকে বলে --ওখানে মানুষ নেই তাই নেই বোম ফাটার শব্দ --কেননা ছুঁচো মেরে কেউ হাত গন্ধ করেনা ।

দিয়াবাড়ির পুজো

আমার মামাবাড়িকে লোকে বলে দিয়াবাড়ি ।।

কেন বলে তার একটা গল্প অবশ্যই আছে কিন্তু এখন সেটা থাক্ । মামাবাড়িতে স্বপ্নে পাওয়া কালী আছেন । আছে পঞ্চমুন্ডির আসন । পাঁচটা পশুর মাথা দিয়ে রচিত সে আসন ।

মানুষের মাথাও আছে । লোকে বলে কয়েদীর মাথা কিন্তু আমার মন বলে ওটা কোনো বামুন কিশোরের মুন্ডুছেদন পর্ব ।

খুব রীতিনীতি মেনে পুজো হয় ,

শহরবাসী অভিজাত চোরেরা যাদের পোষাকি নাম এক্সিকিউটিভ আর গুচ্ছ গুচ্ছ ক্রিমিন্যাল যাদের হাতে সরকারী মেডেল

সবাই আসে সেজেগুজে । ধুমধাম , ফাটাফাটি পুজো হয় ।

নিষ্ঠাভরে পুজো হয় সমস্ত লগ্ন ।

সিঁদুর খেলা , সন্ধি পুজো আরো যা যা হয় -----

বেদপাঠ করে পন্ডিত শিবকান্ত মুণি ।

শুধু দোলনচাঁপাকে আর দেখা যায়না । ও আমার কাজিন ।

প্রথম ঋতুর পরশে , যন্ত্রণা কাতর মুখে দিয়েছিলো মায়ের পায়ে জবার প্রলেপ তাই ও আজ অবাঞ্ছিত ।

অবতারেরা যখন মানবদেহ নেন

বিজ্ঞান কী বলেনা তারাও মায়ের পিরিয়ডের সমষ্টি ? নাকি স্বয়ং ঈশ্বর মানুষ খুন করে , ওদের পবিত্র শরীরে রক্ত সঞ্চার করেছেন ?

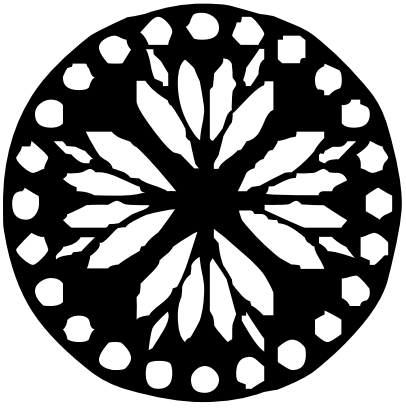

বোধি বোধি

কারা যেন বলে গেছে : বোধি বোধি , এই চিদাকাশ আলো হোক্ !

কোথায় সে পরম জ্ঞান কোথায় সেই স্নিগ্ধ আলো ?

ভ্রূ-মধ্যে শুধু ব্ল্যাক হোল্ । বার বার ধুয়েও তো যায়না মোছা সহস্র বরষের লেগে থাকা ক্লেদ , রক্তদাগ ।

প্রজ্ঞা পূজিত হন অনেক মন্দিরে ,

কোথাও বা কেবলই প্রতিমা সোনার

কেউ তো বলেনা বোধি স্তত্র ,

মন্ত্রোচারণে কেন শুধু গরিমার গান ?

কারা যেন বলে যায় ---বোধি বোধি ,আমি আজকাল শুধরে দিই, বলি --ওহে পুর্ণকুম্ভ পথযাত্রী ! তোমার লিরিক্স একটু বদলাও ,আগে বলো --- আমরা যুদ্ধ বিরোধী , তারপর প্রাণে বাঁচলে বস্তাপচা বোধি বোধি !

বত্তমিজ্ রসম্

মাদ্রাজ যখন উত্তাল তখন নৌকো চড়ে প্রাণ হাতে নিয়ে পরবাসে ঠাঁই পান মাদ্রাজি কুমারমঙ্গলম জ্যোতিস্বরূপ আনন্দ ভৈরব । নামটা একটু খটমট । আসলে বাবা ছিলেন শ্রাস্ত্রীয় সঙ্গীত বিশারদ ।

গান ওদের জীবিকা নয় তাই নুন আনতে দোসা-ইডলি ফুরায় ।

পরবাসে এসে কুমার মঙ্গলময় -----।

গ্রামীণ যুবকের নতুন হাটেবাজারে ওঠাবসা ,

বাস্তবের আঁচড়ে মোচড়ে যা হয় , বেকারত্বের মুখোশ পরে

কাটে সময় ,

শেষে বুদ্ধি দিলো এইদেশের মানুষ ,

First ওয়ার্ল্ডের **Fast** মানুষ --

তারা বললো -- তুমি রসমের বিজনেস করো । রসম্ তো আমাদের স্যুপের মতন , খেতে ভালো আর পুষ্টিকর ----

এখন হোটেল **আইও**- তে মূর্গী ভাজার সাথে রসমের গ্লাস

ভেজেটেরিয়ান মানুষের জন্য আলু বা টোফু ভাজা আর রসম্টা থাকছেই ,

লাভের খাতা ফুলে ফেঁপে ওঠে সামান্য বুদ্ধির ছোঁয়ায় , রসম্ আজ তার বড় আশ্রয় ।

কোটিপতি না হলেও সে সুখেই আছে, মুখে চুনকালি তাদের -- যারা দ্রাবিড় রসম্ ইত্যাদিকে বত্তমিজ্ বলে !

কোলনোস্কপি

সাহেবরা কেবল মাংস খায় ,

সুসান দিনের পর দিন খায় সসেজ আর গরুর চপ

লোলিটা আরো সরস , ওর খাদ্য মাংসের মাংসল ভাগটা -

বার্গার থেকে পাউরুটি খুবলে ফেলে দেয় ,

শুধু মিট্ খায় । আর কেউ কেউ এর সাথে পান করে স্রেফ ঘন মোষের দুধ ।

স্যালাদের ভাগটা ডাস্টবিনে যায় , এমন আমি অনেক দেখেছি

কেবল আমিষ ভক্ষণের ফলে বাড়ে অন্ত্র পীড়া ।

নিয়মিত কোলনোস্কপি করাতে হয়, সরকারি ফরমান জারি হয়েছে । ৩বছরে অন্তত: একবার ।

প্রসিডিওর মানে ব্যাপারটা বেশ লজ্জাজনক আর কষ্টের --

অনেকে মারাও যায় , তাই এই স্কোপের হাত থেকে সবাই মুক্তি চায় । অনেকটা ছেলেবেলার বার্ষিক পরীক্ষার মতন ।

আমাদের ঘৃণ্য সমস্ত মলমুত্র , **Colorectal** সার্জেন সযত্নে তুলে নেয় দক্ষ হাতে , যন্ত্রের আগায় ।

এক দেশী বন্ধু বলে --অর্ধনগ্ন এইসব মানুষ কেন যে ডাক্তারের সামনে Diagnosis এর জন্য নগ্ন হতে লজ্জা পায় !

পাশের বাড়ির দিমিত্রি আর পাভেল , ওদিকের মেলানি , স্টেফি

আর পেছনের বাংলোর মেয়ে হারপার ও তার বিয়ে করা বৌ কেটি --মায় পোষা কুকুর লেক্সি পর্যন্ত এখন শাক সবজি খাওয়া ধরেছে। শুধু কোলনোস্কপি এড়াতে ,

বল দেখি , এক জেনেরেশানে কী এসব ছাইপাশ হয় ??

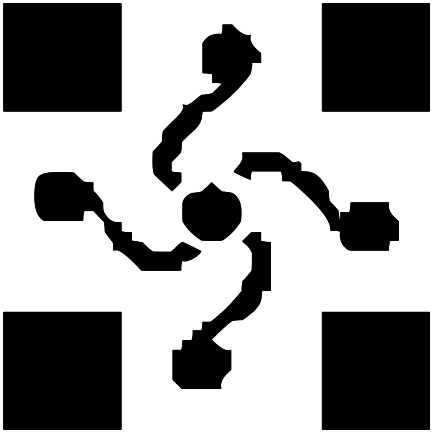

বিজ্ঞানী

শুনলাম এক বিজ্ঞান সাধক নাকি আত্মহত্যা করেছেন।

এটা কোনো ব্রেকিং নিউজ নয় ; অবশ্যি চমকের জন্য কারণটাই যথেষ্ট ।

বহুদিন যাবৎ এই জীববিজ্ঞানী অসুস্থ মানুষকে দিয়েছেন এমন সব ওষুধ যা রোগের সাথে সাথে রুগীকেও মারে ।

মাইক্রোফোন হাতে লাইভ-শোতে বলতেন ,

--ক্যান্সার বিজ্ঞানীদের লোকে ভুল বোঝে । আমরা মানুষের উপকারেই এতসব ওষুধ বিষুধ দিই ।

এখন অন্য কেউ তার ক্যান্সারে আক্রান্ত আদরের বৌ ক্লো-কে

কেবল সুস্থ করার মতলবে দিয়েছে এইসব টক্সিক ড্রাগ ।

চোখের সামনে, দিনের পর দিন মুঠো মুঠো বিষ খেতে দেখে বিজ্ঞানীর হুঁশ ফেরে । এথিক্যাল কোড মেনে উনি ধারালো brand new মাইক্রোফোন হাতে কথামালা না গেঁথে -পেটে সেঁধিয়ে, সোজা জাপানি প্রথায় হারাকিরি করেছেন ।

প্যাট্রিক

প্যাটিকের বাবা ওর মা কে ছেড়ে যায় ওর যখন বয়স মাত্র এক

এরপরে ওর মা এক কমিউনিস্টের সাথে বাঁধে বাসা ।

কাঠ কুটো জুটিয়ে সে বাসা বাঁধা হয় ।

সে বাসাও ভাঙে একটি ইমেলের দরুণ ।

ইমেলে ভেসে আসে পরকিয়ার গন্ধ ।

প্যাট্রিক আবার পিতৃহীন হয় ।

ওর মা জেসমিন বলে : এই কচি বয়সে দু- দুবার এই ঘটনা ওর নিষ্পাপ মনে

ছাপ ফেলছে । নিজেকে খুব ভালনারেবেল মনে করছে প্যাট ।

আমি ওকে প্যাটিস্ বলে ডাকি ।

প্যাটিসের তিন নম্বর বাবা ওর সামনেই ওর মাকে আদর করে নির্লজ্জ ভাবে ।

প্যাট্রিক আজকাল কথা বলেনা । ও কেমন বোবা হয়ে গেছে ।

ও খুব সরল বলে কাউকে খুন না করে চাকরিতে যোগ দিয়েছে । আলাদা বাড়িতে থাকে । পোস্টম্যান, মানে রানারের কাজ করে ।

প্যাট্রিক চলেছে তাই ঝুম্‌ঝুম্‌ ঘন্টা বাজছে রাতে ,

প্যাটিস্‌ চলেছে সংবাদের স্যুটকেস হাতে ।

ও আমাকে চুপিচুপি বলেছে যে ইমেল ব্যাপারটাকে ও ঘৃণা করে কারণ ইমেলে কোনো উজ্জ্বল খবর আসেনা ।

আসে ঘরভাঙা আর ভূমিকম্পনের ইঙ্গিত ।

তাই ও হাতে হাতে চিঠি বিলি করে অনেকটা রানার স্টাইলে ।

সবচেয়ে সেফ ওর মতে --কবুতর যা যা যা সিস্টেম ।।

ওর তৃতীয় বাবা নাকি এক জ্যান্ত চাইল্ড ইটার ।

শিশু ধরে আর সেক্স ও ওয়াইনের সাথে তাকে জ্যান্ত ভক্ষণ করে ফেলে । এই খবরও এনেছে পথভোলা এক নিরীহ ইমেল ।

প্যাট্রিকের মেলবাক্সে সেই পথভ্রষ্ট ইমেল আসে। তাই সে ছেড়েছে ঘর ।

রানার হয়ে ঝুমঝুম বেজে চলেছে ক্রমাগত --এক দীর্ঘস্থায়ী বিপ্লবের প্রতীক্ষায় । জং কবে শুরু হবে ও জানেনা । তবে যুদ্ধের পদধ্বনি শুনতে পায় ।

ঝুমঝুমাঝুমের আড়ালে ঢাকা পড়ে গেছে বুঝি মর্ডান সমস্ত জিমেল , ইয়াহুর টিংটং জিঙ্গেল বেল ।

স্পটলাইট

স্পটলাইটে এসে কী পেলে ?

যশ, অর্থ আর রাজসম্মান --এই তো?

এবার হিসেবের খাতায় লেখো দেখি তুমি কী কী হারালে !

যশের বদলে কুৎসা ও অপবাদ, অর্থের বদলে হিংসা

আর রাজসম্মানের বদলে চরিত্র হননের ইঙ্গিত ।

এখনও কি স্পটলাইটে ভাসবে ?

আলোর জরিমানার পরিমান ছুঁয়েছে নাঙ্গা পর্বতের চূড়া !

সখী, এবার অরণ্যে এসো ;

এখানে তোমাকে কেউ চেনেনা

একটু গুলমোহরের স্নিগ্ধ ছায়ায় দু-দন্ড বসো ।

স্প্যারো

স্প্যারো গাইছে , শুনেছো ?

আমার বাগানে একটি স্প্যারো বাস করে । বৃক্ষে ওর বাসা ।

রোজ সকালে ওর মধুর স্বরে ভাঙে আমার মরফিন জারিত ঘুম ।

আমি এখন ক্যান্সার সারভাইভার ।

মৃত্যু আমার প্রিয় বন্ধু । মৃত্যুর ঘন্টা আমার শিয়রে একভাবে বেজে চলেছে যেমন ভোরাই সুরে স্প্যারোর গান !

ও কথাও বলে । গল্প করে । অনবরত সেই কথার ঢেউ ,

----বাঙালীরা আগে তেমন রুটি খেতো না । ভাতই মূল খাবার । এখন নাকি রুটি, লুচি, পরোটা, নান্, কুল্চা , লাচ্ছা পরোটা , ভাটুরা , মোগলাই ও রুমালি রুটি আবেগে, গোগ্রাসে খায় । আর সাহেবরা পরম ভালোবাসায় খায় বাটার চিকেন , বিরিয়ানি , থাই ও ইন্দোনেশিয়ার লেমন রাইস । জাপানি সুশি। অনেক সাহেব অফিসের লাঞ্চে, ফ্রায়েড রাইস নিয়েও যায় ।

এক সাহেবের বাচ্চাকে চিনি । সে রোজ রাতে কার্ড রাইস খেয়ে শুতে যায় । বাবা বৃটিশ , মা জার্মান । দইভাত না পেলে বাড়ি মাথায় ! একে কি বলবে না সংস্কৃতি বিনিময় ?

খবর সবর তো ভালই । কিন্তু শেষে টুইস্ট দিলে কুহকিনী স্প্যারো ।

বলে কী শোনো এবার : এত কালচারের আদান প্রদান হল, হল নানান দিবসে একসাথে ওয়াক, হাঁটা --- মাদার ফাদার টিচার স্পাউস , মাউস, কমিউনিটি , ব্রাদার সমস্ত দিবসে ।

হল কর্ণকুহর চুরমার করা মাটির গান ।

তারপর আবডালে গিয়ে একে অন্যের মুন্ডপাত । কক্‌লিয়া লজ্জায় রাঙা হল এবার । কর্ণিয়া নয় কক্‌লিয়া ।

আমি বলি কি :: অনেক দিবস , সংস্কৃতির মেলা পালিত হয়েছে অলরেডি এবার একটি নতুন হোক , সায়লেন্স দিবস ।

সেদিন আমরা সবাই নীরব থাকবো । বাসট্রাম , হৈ হুল্লোড় সব বন্ধ । ভাসবো সবাই এক অলীক মহাশূন্যতায় --নাথিংনেসে ।

দেখবে দিনশেষে কেমন হাল্কা লাগে । এটা আমার ফুটো ভারতের বস্তাপচা সংস্কৃতি , তোমাদের অত্যাধুনিকতার সাথে একটু পাল্টাপাল্টি করে নিলাম আরকি ।

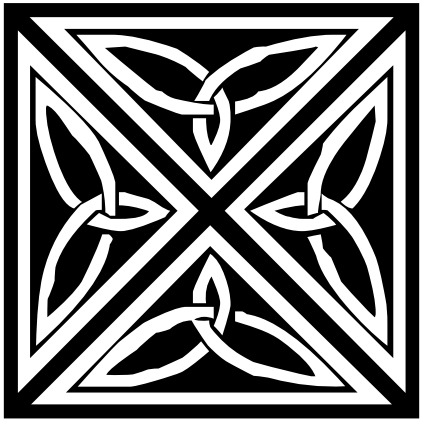

The END